বিদ্যুতের দাম কমানোর প্রস্তাব

কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)

আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত

বিজয় হল, বিদ্যুৎ ভবন

২ নভেম্বর ২০১৭

বিইআরসি'র দায়িত্ব ও ক্ষমতা

বিইআরসি আইন মতে–

- জ্বালানী/বিদ্যুৎ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সাশ্রয় নিশ্চিত করা [২২(ক) ধারা],
- অসাধু বিদ্যুৎ/জ্বালানী ব্যবসা বিরোধের প্রতিকার নিশ্চিত করা [২২(ট) ধারা],
- যৌক্তিক উৎপাদন ব্যয়হারের সাথে মূল্যহার সামঞ্জস্যপূর্ণ করা [৩৪(২)(খ) উপধারা],
- নূন্যতম বা স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা [৩৪(২)(গ) উপধারা] এবং
- ভোক্তাস্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিত করা [৩৪(২)(ঘ) উপধারা]।

উক্ত ক্ষমতাবলে বিইআরসি'র করণীয়–

- উৎপাদন/সঞ্চালন/বিতরণ ব্যয়হারের যতটুকু সমন্বয় করা যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত ততটুকু গণশুনানীর ভিত্তিতে সমন্বয় করে বিদ্যুতের পাইকারি/খুচরা মূল্যহার পূণর্নিধারণ করা।
- সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে উদ্যোক্তাদের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন খাত এবং ইউটিলিটিদের জন্য বিদ্যুৎ বিতরণ খাতকে লেভেল প্লেইং ফিল্ড করা।

মূল্যহার নির্ধারণে আইনী জটিলতা

- ভোক্তা পর্যায়ে তরল জ্বালানীর মূল্যহার নির্ধারণের একক এখতিয়ার বিইআরসি'র। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সে মূল্যহার এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে নির্ধারণ করে। যা অযৌক্তিক ও অসংগতিপূর্ণ। আবার সে মূল্যহারে দরপতন সমন্বয় যৌক্তিক হয়নি এবং সমতাভিত্তিকও হয়নি। এ মূল্যহারের ভিত্তিতে বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ বিইআরসি আইনের সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং বিইআরসি'র কর্তৃত্ব বহির্ভূত।

- এই অবস্থায় উৎপাদনে উদ্যোক্তা এবং বিতরণে ইউটিলিটিদের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণকে লেভেল প্লেইং ফিল্ড করতে না পারার কারণে বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ ন্যায্য ও যৌক্তিক করা কঠিন।

পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার ৭২ পয়সা বৃদ্ধির সরকারি প্রস্তাব

গণশুনানীতে মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবটি যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত বলে প্রমান হয়নি। কারণ ঃ

(ক) ব্যয়হারে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে-

- বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল বাবদ ২৬ পয়সা,
- ভর্তুকি'র সুদ বাবদ ২১ পয়সা,
- মেঘনাঘাট আইপিপি'তে ফার্নেসওয়েলের পরিবর্তে ডিজেল ব্যবহারে ঘাটতি ১৪ পয়সা।

✓ অন্তর্ভূক্ত না হলে ব্যয়হার ৬১ পয়সা কম হতো।

চলমান.....

(খ) অন্যদিকে আয়হারে অন্তর্ভূক্ত হয়নি-

- ভোক্তাপর্যায়ে ১৩২ কেভি লেভেলে বিদ্যুৎ বিক্রিতে উদ্বৃত্ত আয় ৮ পয়সা এবং
- পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেকশন চার্জ বাবদ আয় ৪ পয়সা।

অন্তর্ভূক্ত হলে পাইকারি বিদ্যুতে আয়হার ১২ পয়সা বেশী হতো।

কারিগরি কমিটির প্রস্তাব পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার ৫৭ পয়সা বৃদ্ধি

(ক) ব্যয়হারে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে-

- বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল বাবদ ১৩.৫ পয়সা
- মেঘনাঘাট আইপিপিতে জ্বালানীর দরপতন সমন্বয় না হওয়া বাবদ ৫ পয়সা

অর্ন্তভূক্ত না হলে ব্যয়হার ১৮.৫ পয়সা কম হতো।

(খ) আয়হারে অর্ন্তভূক্ত হয়নি-

- পূর্বে বর্ণিত ১২ পয়সা। অন্তর্ভূক্ত হলে আয়হার বৃদ্ধি হতো ১২ পয়সা।

প্রকৃত রাজস্ব ঘাটতি = ৫৭ - (১৮.৫ + ১২) = ২৬.৫ পয়সা।

ভর্তুকি মুক্ত হলে মূল্যহার বৃদ্ধি পাবে ২৬.৫ পয়সা।

ক্যাবের প্রস্তাব

পাইকারি বিদ্যুতে রাজস্ব ঘাটতিহার অর্থাৎ প্রস্তাবিত মূল্যহার বৃদ্ধি ৫৭ পয়সা-

- তা থেকে ব্যয়হার হিসেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিল বাবদ ১৩.৫ পয়সা ও মেঘনাঘাট আইপিপিতে জ্বালানী দরপতন সমন্বয় বাবদ ৫ পয়সা বিয়োগ হবে এবং আয়হারে ১২ পয়সা যোগ হবে।
- সেচ ও প্রান্তিক আবাসিক গ্রাহকদের লসে বিদ্যুৎ দেওয়ায় রাজস্ব ঘাটতিহার ৫৫ পয়সা (৩০৪৬ কোটি টাকা) মূল্যহার বৃদ্ধির পরিবর্তে সরকারি অনুদানে সমন্বয় হলে আয়হারে ৫৫ পয়সা যোগ হবে।

অতএব মূল্যহার বৃদ্ধি = [৫৭ - (১৮.৫ + ১২ + ৫৫)] বা -২৮.৫ পয়সা। অর্থাৎ ঘাটতি নয় রাজস্ব উদ্বৃত্ত হবে ২৮.৫ পয়সা।

ক্যাবের অভিমত, বিদ্যমান অবস্থায় পাইকারি বিদ্যুতের দাম ২৮ পয়সা কমানো সম্ভব।

পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশ

বিইআরসি'র (কমিশন) ২০১৫ সালের ২৭ আগষ্ট আদেশের ৭(২) ও ৭(৩) উপানুচ্ছেদঃ

৭(২) বিউবো Least Cost Generation Expansion Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে যাতে ভোক্তরা সহনীয় মূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করতে পারে।

৭(৩) বিউবো বিদ্যুৎ উৎপাদনে Economic Load Despatch/Merit Order Load Despatch Principle অনুসরণ করবে এবং তা বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে প্রতি ৩(তিন) মাস অন্তর কমিশনকে অবহিত করবে।

উক্ত শর্তে মূল্যহার বৃদ্ধি হয় পাইকারি বিদ্যুতে ৪.৯৩% (২৩ পয়সা)।

বিইআরসি'র আদেশ অকার্যকারিতায় ভোক্তাদের ক্ষতি

স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে বিইআরসি'র উক্ত আদেশ প্রতিপালিত হয়নি।

প্রতিপালিত হলে ঃ

- গ্যাসভিত্তিক ভাড়া-দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ ৩.৩৭ টাকা মূল্যহারে কেনার পরিবর্তে ওই গ্যাসে সরকারি খাত উৎপাদনক্ষমতায় শুধুমাত্র ০.৮৬ টাকা জ্বালানী ব্যয়হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো। ব্যয় সাশ্রয় হতো ১৩০১.৪১ কোটি টাকা।
- গ্যাসে মেঘনাঘাট আইপিপি'তে বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো। ব্যয় সাশ্রয় হতো ১৩২৬.৮০ কোটি টাকা।
- বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানীর দরপতন সমতাভিত্তিক সমন্বয় হলে ব্যয় সাশ্রয় হতো ফার্নেসওয়েলভিত্তিক বিদ্যুতে ২১১০.৫১ কোটি টাকা এবং ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুতে ৫৬০.৯৬ কোটি টাকা।

চলমান.....

- বেশী দামি ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কম উৎপাদন করার কৌশল গৃহীত হতো। সরকারি ও ভাড়া–দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় সাশ্রয় হতো ৭৫২.০০ কোটি টাকা।
- ভাড়া–দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্যাপাসিটি পেমেন্ট যৌক্তিক করা হতো। ফলে নন-ফুয়েল ব্যয়হার যৌক্তিক হতো। তাতে ফার্নেসওয়েল ও ডিজেল বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় হতো ১৭৮৫.৯৮ কোটি টাকা।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরে উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় হতো কমপক্ষে ৭৮৩৭.৬৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয়হার হ্রাস হতো ১.৫৬ টাকা।
- পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার ৪.৯০ টাকা। ভর্তুকিযুক্ত উৎপাদন ব্যয়হার [৪.৯০-(১.৫৬)] বা ৩.৩৪ টাকা। উদ্বৃত্ত ১.৫৬ টাকা।
- ভর্তুকি/ঘাটতি ২৬.৫ পয়সা মুক্ত হলে উদ্বৃত্ত হতো (১৫৬.০ - ২৬.৫) বা ১৩০ পয়সা।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিতে লাভ-ক্ষতি

- ২০১৫-১৬ পাইকারি বিদ্যুৎ ক্রয় ৫০১৯.৩০ কোটি ইউনিট। প্রবৃদ্ধি ১৪.৮১ %।
- ২০১৬-১৭, ৫৫৩৪.৮০ কোটি ইউনিট। প্রবৃদ্ধি ১০.২৭%।
- ২০১৭-১৮, ৬১০২.১০ কোটি ইউনিট। প্রবৃদ্ধি ১০.২৫% (প্রাক্কলিত)।
- স্বল্পতম ব্যয়ে উৎপাদন কৌশল গ্রহণ না-করায় ভোক্তারা ক্ষতির শিকার হয় ৭৮৩৭.৬৬ কোটি টাকা।

স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হলে উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় হতো ১.৫৬ টাকা।

- বর্তমানে পাইকারি বিদ্যুতের বিক্রয় মূল্যহার ভারিত গড়ে ৪.৯০ টাকা। কিন্তু লসে বিদ্যুৎ বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধিতে তা এখন ৪.৮৪ টাকা। তাতে ঘাটতি ৩৩৩.৪২ কোটি টাকা।

পাইকারি বিদ্যুতে (৩৩৩.৪২ + ৭৮৩৭.৬) বা ৮১৭১.০৮ কোটি টাকা ক্ষতি হয়।

১. গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধির কারণসমূহ

- স্বল্পতম ব্যয়ে কম এবং অধিকতম ব্যয়ে বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়।
- ভাড়া ও দ্রুত-ভাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে নন-ফুয়েল ব্যয়হার যৌক্তিক করা হয়নি।
- উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহার অসমতার শিকার।
- নানা ধরনের উদ্যোক্তা বিদ্যমান। কিন্তু তাদের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত।

১(ক) সরকারি খাত

- উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহার স্বল্পতম।
- ৪৩৯৮ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা ৪৩.০৮% প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর (পিএফ)-এ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।
- উৎপাদন ব্যয়হার ২.০২ টাকায় ১৬৫৯.৮৭ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়।
- ৭০% পিএফ হলে উৎপাদন ব্যয়হার হয় ১.৫৫ টাকা
- উৎপাদন বৃদ্ধি (২,৬৯৬.৮৫ - ১,৬৫৯.৮৮) বা ১০৩৬.৯৭ কোটি ইউনিট।
- ব্যয় সাশ্রয় (১,৬৫৯.৮৮) × (২.০২ - ১.৫৫) বা ৭৮০.১৪ কোটি টাকা।

১(খ) ব্যক্তি খাত (ভাড়া ও দ্রুতভাড়া)

- ভাড়া ও দ্রুতভাড়া গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ৮২৮.৮৫ মেগাওয়াট।
- ৭১.৪১% পিএফ-এ ৩.৩৭ টাকা উৎপাদন ব্যয়হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫১৮.৪৯ কোটি ইউনিট।
- এ-বিদ্যুৎ কেনার মেয়াদ বৃদ্ধি না হলে শুধুমাত্র ০.৮৬ টাকা জ্বালানী ব্যয়হারে ৪৪৫.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকারি খাত উৎপাদনক্ষমতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো ৫১৮.৪৯ কোটি ইউনিট।
- আরও প্রায় ৫০০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ সরকারি খাত উৎপাদনক্ষমতায় উৎপাদন হতে পারে যদি গ্যাস পাওয়া যায়।
- উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় [(৫১৮.৪৯ × ৩.৩৭) −৪৪৫.৯০] বা ১৩০১.৪১ কোটি টাকা।

২. ফার্নেসওয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধির কারণসমূহ

এ-বিদ্যুৎ উৎপাদনে–

- স্বল্পতম ব্যয়ে উৎপাদন কৌশল গৃহীত হয়নি।
- এফও আমদানি ব্যয়হ্রাস সমন্বয় যৌক্তিক ও সমতাভিত্তিক হয়নি।
- ক্যাপাসিটি পেমেন্ট যৌক্তিক না করায় নন-ফুয়েল ব্যয় যৌক্তিক হয়নি।
- নানা ধরনের উদ্যোক্তা বিদ্যমান। কিন্তু তাদের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত।

২(ক) সরকারি খাত

- এ খাতে ৮৬৪ মেগাওয়াট এফওভিত্তিক উৎপাদনক্ষমতার মধ্যে পিডিবি'র ৬৩৮ মেগাওয়াট।
- ১৯.৫১% পিএফ-এ ১৮.২৬ টাকা মূল্যহারে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়।
- পিডিবি'র অধিকাংশ প্ল্যান্টে কম-বেশী ১৬% পিএফ-এ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়।
- এই পিএফ-এ উৎপাদন ব্যয়হার হয় ১৯.৫৪ টাকা।
- ফুয়েল ও নন-ফুয়েল ব্যয়হার যথাক্রমে ১২.২৩ ও ৭.৩১ টাকা।
- এফও-আমদানি ব্যয় হ্রাস যৌক্তিক সমন্বয় হলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় হতো [১৯৩.৯৭ × (১২.১৫ - ৫.১৭) বা ১৩৫৩.৯৫ কোটি টাকা।

২(খ) ব্যক্তি খাত (এসআইপিপি)

- এ খাতে ২১৪ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা ৩৬.৪৮% পিএফ-এ ১৫.৮২ টাকা ব্যয়হারে ১০৮২.১১ কোটি টাকায় ৬৮.৩৮ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।
- ১৬% পিএফ-এ ২১.০৪ টাকা ব্যয়হারে ৬৩১.১০ কোটি টাকায় ২৯.৯৯ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে।
- বেশী দামী বিদ্যুৎ কম ও কম দামী বিদ্যুৎ বেশী উৎপাদন কৌশল গৃহীত হলে উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় হতো (১০৮২.১১ – ৬৩১.১০) বা ৪৫১.০১ কোটি টাকা।
- এ-বিদ্যুৎ উৎপাদনে ফুয়েল ও নন-ফুয়েল ব্যয়হার যথাক্রমে ১১.৭৯ ও ৯.২৫ টাকা।
- আমদানি ব্যয়হ্রাস যৌক্তিক সমন্বয় না হওয়ায় এসআইপিপি খাতে এফওভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্ষতি হয় [৬৮.৩৮ × (১১.৭৯ - ৫.১৭)] বা ৪৫২.৬৮ কোটি টাকা।

২(গ) ব্যক্তি খাত (ভাড়া ও দ্রুতভাড়া)

- এ-খাতে ১৪০ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতায় ৪০.১৪% পিএফ-এ ১৬.৩৯ টাকা ব্যয়হারে ৮০৭.১৯ কোটি টাকায় ৪৯.২৩ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।
- ১৬% পিএফ হলে ২৩.৬৫ টাকা ব্যয়হারে ৪৬৪.১৫ কোটি টাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ১৯.৬৩ কোটি ইউনিট।
- বেশী দামী বিদ্যুৎ কম এবং কম দামী বিদ্যুৎ বেশী উৎপাদন কৌশল গৃহীত হলে উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় হতো (৮০৭.১৯ – ৪৬৪.১৫) বা ৩৪৩.০৪ কোটি টাকা।
- ফুয়েল ও নন-ফুয়েল ব্যয়হার যথাক্রমে ১১.৬৮ ও ১১.৯৭ টাকা।
- আমদানি ব্যয় হ্রাস যৌক্তিক সমন্বয় হওয়ায় এসআইপিপি এবং ভাড়া ও দ্রুতভাড়া খাতে এফও বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানী ব্যয়হার যথাক্রমে ৫.১৭ ও ৫.৪২ টাকা।
- আমদানি ব্যয় হ্রাস যৌক্তিক সমন্বয় হলে উৎপাদনে ব্যয় সাশ্রয় হয় [১৬.৭৯ × (১১.১০ - ৫.৪২) + ৩২.৪৪ × (১১.৮৯ - ৫.৪২)] = (৯৫.৩৭ + ২০৯.৮৮) বা ৩০৫.২৫ কোটি টাকা।

চলমান.....

অতএব (ক) এসআইপিপি এবং ভাড়া ও দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ স্বল্পতম ব্যয়ে উৎপাদন কৌশল গৃহীত না হওয়ায় এফওভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভোক্তাদের সর্বমোট ক্ষতি হয় ৭৯৪.০৫ কোটি টাকা। (খ) আমদানী ব্যয় হ্রাস যৌক্তিক সমন্বয় না-হওয়ায় এফওভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বমোট ক্ষতি হয় ২১১০.৫১ কোটি টাকা।

৩. ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধির কারণসমূহ

এ-বিদ্যুৎ উৎপাদনে–

- স্বল্পতম ব্যয়ে উৎপাদন কৌশল গৃহীত হয়নি।
- ডিজেল আমদানি ব্যয়হ্রাস সমন্বয় যৌক্তিক হয়নি।
- ক্যাপাসিটি পেমেন্ট যৌক্তিক না করায় নন-ফুয়েল ব্যয় যৌক্তিক নয়।
- নানা ধরনের উদ্যোক্তা বিদ্যমান। কিন্তু তাদের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত।

৩(ক) সরকারী খাত

- সরকারি খাতে ডিজেল উৎপাদনক্ষমতা ৩৪১ মেগাওয়াট।
- ২২.৮২% পিএফ-এ বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬৮.১৬ কোটি ইউনিট। ব্যয় ১৮৯৫.৫৩ কোটি টাকা।
- খুলনায় ডুয়েল ফুয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ২২৫ মেগাওয়াট।
- ২৮.৪০% পিএফ-এ ২৬.২৫ টাকা ব্যয়হারে ১৪৬৯.৪৮ কোটি টাকায় বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৫৫.৯৭ কোটি ইউনিট।
- ১৪% পিএফ-এ ৩০.১২ টাকা ব্যয়হার ২৭.৫৯ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় ৮৩১.২৫ কোটি টাকা।
- দামি বিদ্যুৎ কম উৎপাদন হলে সাশ্রয় হয় (১৪৬৯.৪৮ – ৮৩১.২৫) বা ৬৩৮.২৩ কোটি টাকা।

৩(খ) ব্যক্তি খাত (আইপিপি)

- মেঘনাঘাট ৩০৫ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতায় ৩৮% পিএফ-এ ২০.২৪ টাকা ব্যয়হারে ১০১.৪৭ কোটি ইউনিট ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। উৎপাদন ব্যয় ২০৫৩.৯৯ কোটি টাকা।
- এ প্ল্যান্টে ডিজেলের পরিবর্তে এফওভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হলে ওই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো (৫.১৭ + ৫.৮৫) বা ১১.০২ টাকা ব্যয়হারে (১০১.৪৭ × ১১.০২) বা, ১১১৮.২০ কোটি টাকায়।
- তাতে সাশ্রয় (২০৫৩.৯৯ – ১১১৮.২০) বা ৯৩৫.৭৯ কোটি টাকা।

৩(গ) ব্যক্তি খাত (ভাড়া ও দ্রুতভাড়া)

- এ খাতে ২৪৩ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতায় ১৭.২৮% পিএফ-এ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৩৬.৭৮ কোটি ইউনিট। ২৬.৮৩ টাকা ব্যয়হারে উৎপাদন ব্যয় ৯৮৬.৬২ কোটি টাকা।
- ১৪% পিএফ-এ উৎপাদন হলে ২৯.২৯ টাকা ব্যয়হারে ৮৭২.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯.৮০ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে।
- দামি বিদ্যুৎ কম উৎপাদন হলে সাশ্রয় হতো (৯৮৬.৬২ – ৮৭২.৮৫) বা ১১৩.৭৭ কোটি টাকা।
- এ-বিদ্যুৎ উৎপাদনে নন-ফুয়েল ব্যয়হার ১২.৯১ টাকা। পিডিবির ক্ষেত্রে সে-ব্যয়হার ২.৯৬ টাকা।
- ক্যাপাসিটি পেমেন্ট যৌক্তিক হলে সাশ্রয় হয় ২৯.৮০ × (১২.৯১ - ২.৯৬)] বা ২৯৬.৫১ কোটি টাকা।

৪. ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ

- মেঘনাঘাট আইপিপি প্ল্যান্টে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ৩৩৫ মেগাওয়াট।
- ৭০% পিএফ-এ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় (০.৬৬ + ২.৮৮) বা ৩.৫৪ টাকা ব্যয়হারে ২০৫.৪২ কোটি ইউনিট। উৎপাদন ব্যয় ৭২৭.১৯ কোটি টাকা।
- বর্তমানে এ-প্ল্যান্টে ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ১০১.৪৭ কোটি ইউনিট। উৎপাদন ব্যয় ২০৫৩.৯৯ কোটি টাকা
- গ্যাসে উৎপাদন হলে (২০৫.৪২ – ১০১.৪৭) বা ১০৩.৯৫ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হতো।
- উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় হতো (২০৫৩.৯৯ – ৭২৭.১৯) বা ১৩২৬.৮০ কোটি টাকা।

৫. উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয়

- দামি ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কম উৎপাদন করার নীতি গ্রহণ করা হলে খুলনা জিটি প্লান্টে **৬৩৮.২৩ কোটি টাকা** এবং ভাড়া ও দ্রুতভাড়া প্ল্যান্টে **১১৩.৭৭** কোটি টাকা সাশ্রয় হতো । মোট সাশ্রয় ৭৫২.০০ কোটি টাকা।
- মেঘনাঘাট আইপিপি প্ল্যান্টে ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুতের পরিবর্তে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন হলে ব্যয় ৭২৭.১৯ কোটি টাকা। তাতে সাশ্রয় (২০৫৩.৯৯ – ৭২৭.১৯) বা **১৩২৬.৮০ কোটি টাকা**।
- সরকারি উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহার সমতাভিত্তিক হলে এবং স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি গৃহীত হলে ভাড়া ও ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎ ক্রয়চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি হতো না। ০.৮৬ টাকা (শুধু জ্বালানী খরচ) ব্যয়হারে বাড়তি গ্যাসে বাড়তি বিদ্যুৎ পাওয়া যেতো। সাশ্রয় হতো **১৩০১.৪১ কোটি** টাকা।

৬. আমদানী ব্যয়হ্রাস সমন্বয়

- ডিজেল আমদানি ব্যয় হ্রাস সমন্বয় হলে উৎপাদন ব্যয়হার সাশ্রয় হতো পিডিবি'র ক্ষেত্রে ৭.৮৮ টাকা, খুলনা জিটির ক্ষেত্রে ৫.৬২ টাকা এবং ভাড়া ও দ্রুতভাড়ার ক্ষেত্রে ৪.০৯ টাকা।
- মোট উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় [(১২.১৮ × ৭.৮৮) + (৫৫.৯৭ × ৫.৬২) + (৩৬.৭৮ × ৪.০৯)] বা **৫৬০.৯৬ কোটি টাকা**।
- এফওভিত্তিক বিদ্যুতে সাশ্রয় সরকারি খাতে [১৯৩.৯৭ × (১২.১৫ - ৫.১৭)] বা ১৩৫৩.৯৫ কোটি টাকা। এসআইপিপি-তে [৬৮.৩৮ × (১১.৭৭ - ৫.১৭)] বা ৪৫১.৩১ কোটি টাকা। ভাড়া ও দ্রুতভাড়ায় [১৬.৭৯ × (১১.১০ - ৫.৪২) + ৩২.৪৪ × (১১.৮৯ - ৫.৪২)] বা ৩০৫.২৫ কোটি টাকা। মোট সাশ্রয় **২১১০.৫১ কোটি টাকা**।
- আমদানী ব্যয়হ্রাস সমন্বয় যৌক্তিক ও সমতাভিত্তিক হলে তরল জ্বালানীতে সাশ্রয় হতো ২৬৭১.৫৬ কোটি টাকা।

৭. নন-ফুয়েল ব্যয়হার

- তাছাড়া ভাড়া ও দ্রুত ভাড়া প্ল্যান্টের গ্যাস, ফার্নেসওয়েল ও ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেনায় ক্যাপাসিটি পেমেন্ট হ্রাস যৌক্তিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে নন-ফুয়েল ব্যয়হার যৌক্তিক হতো।
- সাশ্রয় হতো [(২.৫৬ - ০.৭৩) × ৫০৮.২৫ + (১২.৩৩-৭.৩১) × ১১১.৪৩ + (১২.৯১ - ২.৯৬) × ২৯.৮০] বা **১৭৮৫.৯৮ কোটি টাকা**।

৮. সেচ ও লাইফ লাইন দামহার

- সেচ গ্রাহক ব্যবহার করে ৩.৮২ টাকা মূল্যহার ২৭৪.৪২ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ।
- ০-৫০ ইউনিট ধাপে ৩.৩৩ টাকা (আরইবি'র ক্ষেত্রে গড়ে ৩.৭৪ টাকা) মূল্যহারে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ২৭৪.২৯ কোটি ইউনিট।
- ০-৭৫ ইউনিট ধাপে ৩.৮০ টাকা মূল্যহারে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ৪৩৭.২৩ কোটি ইউনিট।
- ভোক্তা পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যয়হার = পাইকারি বিদ্যুতের ব্যয়হার + সঞ্চালন ব্যয়হার + বিতরণ ব্যয়হার = ৫.১১ + ০.৪৫+ ১.৬৯ = ৭.০৮ টাকা।
- ঐসব গ্রাহক বাবদ ঘাটতি [(৯৮৫.৯৪ × ৭.০৮) - (১০৮৬.৭০ + ১০৯৮.৫৪ + ১৭৪৮.৯২)] বা ৩০৪৬.৩০ কোটি টাকা।
- সেচ ও লাইফ লাইন মূল্যহারের সাথে সার্ভিস ও ডিমান্ড চার্জহার যোগ করা হয়েছে।

৯. অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধি ও আর্থিক ক্ষতি

স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে হলে ঃ

১. কমদামি বিদ্যুৎ বেশি এবং বেশি দামি বিদ্যুৎ কম উৎপাদন হতে হবে, ২. বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি আমদানি ব্যয় হ্রাস যৌক্তিক সমন্বয় হতে হবে, ৩. নন-ফুয়েল ব্যয়হার যৌক্তিক হতে হবে এবং ৪. সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা থাকতে হবে। এসব না থাকায় আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধি/ক্ষতি ঃ

- বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহার অসমতায় আর্থিক ক্ষতি ৩৩৮০.২১ কোটি টাকা,
- জ্বালানির দরপতন যৌক্তিক সমন্বয় না করায় ক্ষতি ২৬৭১.৪৭ কোটি টাকা এবং
- ভাড়া ও দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ ক্রয়ে ক্যাপাসিটি পেমেন্ট (নন-ফুয়েল ব্যয়) যৌক্তিক না করায় ক্ষতি হয়েছে ১৭৮৫.৯৮ কোটি টাকা।
- পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার ঘাটতি ৩৩৩.৪২ কোটি টাকা।
- সীমাবদ্ধ প্রতিযোগিতা ও পলিসিগত লসের কারণে ক্ষয়-ক্ষতি এ হিসাবে আসেনি।

সর্বমোট ক্ষতি ৮১৭১.০৮ কোটি টাকা। এ ক্ষতি পুরটাই বহন করে ভোক্তা।

ছক-১ ঃ জ্বালানীভিত্তিক খাতভেদে নির্ধারিত সূচকসমূহের বিপরীতে আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ

ক্ষয়-ক্ষতির সূচক		গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ (কোটি টাকা)			ফার্নেসওয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎ (কোটি টাকা)			ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ (কোটি টাকা)		
		সরকারি	আইপিপি/ এসআইপিপি	ভাড়া ও দ্রুত ভাড়া	সরকারি	আইপিপি/ এসআইপিপি	ভাড়া ও দ্রুত ভাড়া	সরকারি	আইপিপি/ এসআইপিপি	ভাড়া ও দ্রুত ভাড়া
স্বল্পতম ব্যয়ে উৎপাদন	অসম পি.এফ	৭৮০.১৪	১৩২৬.৮০	১৩০১.৪১		৪৫১.০১	৩৪৩.০৪	৬৩৮.২৩		১১৩.৭৭
	সমন্বয়হীন জ্বালানীর দরপতন				১৩৫৩.৯৫	৪৫২.৬৮	৩০৫.২৫	৪১০.৫৩	৯৩৫.৭৯*	১৫০.৪৩
	অযৌক্তিক নন-ফুয়েল ব্যয়			৯৩০.০৯			৫৫৯.৩৭			২৯৬.৫১

*ডিজেলের পরিবর্তে আমদানী ব্যয় হ্রাস সমন্বয়কৃত মূল্যহারে ফার্নেসওয়েল ব্যবহার না করায় লস।

ছক-২ ঃ জ্বালানীভিত্তিক খাতভেদে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় সূচক তারতম্য

সূচক	গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ			ফার্নেস ওয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎ			ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ		
	সরকারি	আইপিপি/ এসআইপিপি	ভাড়া/ দ্রুত ভাড়া	সরকারিকো./ পিডিবি	এসআইপিপি	ভাড়া/ দ্রুত ভাড়া	সরকারিকো./ পিডিবি	আইপিপি	ভাড়া/ দ্রুত ভাড়া
পিএফ (%)	৪৩.০৮	৬৪.০৬/ ৭৬.৫৭	৭২.০১/ ৭০.৯২	৪২.৮৯/ ১৯.৫১	৫০.৬০* (৩৬.৪৮)	৪৭.৯৩/ ৫৫.৯০* (৩৭.০৩)	২৮.৪০/ ১১.৯৯	৩৭.৯৭	১৭.৯১/ ১৭.১৫
জ্বালানী ব্যয়হার (৳)	০.৮৬	০.৬৪/ ০.৭৫	০.৯২/ ০.৮০	১২.০১/ ১২.২৭	৫.১৭* (১১.৭৭)	১১.১০/ ৫.৪২* (১১.৮৯)	২২.৪৯/ ৩১.৫০	১৪.৩৯	১৭.৬২/ ১৬.১১
নন-ফুয়েল ব্যয়হার (৳)	১.১৬	১.৪২/ ১.৯৭	২.১২/ ২.৯৭	৩.৬৮/ ৬.০০	২.২২* (৪.০৬)	৪.৫৬/ ৩.৫৫* (৪.৮৮)	৩.৭৬/ ৩.৪৬	৫.৮৫	৬.৩০/ ১১.৩২

সূচক (নর্মালাইজড)	গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ			ফার্নেস ওয়েলভিত্তিক বিদ্যুৎ			ডিজেলভিত্তিক বিদ্যুৎ		
	সরকারি	আইপিপি/ এসআইপিপি	ভাড়া/ দ্রুত ভাড়া	সরকারিকো./ পিডিবি	এসআইপিপি	ভাড়া/ দ্রুত ভাড়া	সরকারিকো./ পিডিবি	আইপিপি	ভাড়া/ দ্রুত ভাড়া
পিএফ (%)	৭০	৭০	৭০	১৬	১৬	১৬	১৪	১৪	১৪
জ্বালানী ব্যয়হার (৳)	০.৮৪	০.৬৪	০.৯২	১২.২৩	১১.৭৯	১১.৬৮	২২.৪৯	১৪.৩৯	১৬.৩৮
নন-ফুয়েল ব্যয়হার (৳)	০.৭১	১.৩০	২.৫৬	৭.৩১	৯.২৫	১১.৯৭	২.৯৬	১৫.৮৮	১২.৯১

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যয়বৃদ্ধিতে ক্যাবের আপত্তির বিবরণ

- পিডিবি ব্যতীত আরইবি সহ সকল ইউটিলিটির জনবল ব্যয়বৃদ্ধি বেআইনী ও আইনী কর্তৃত্ব বহির্ভূত বলে গণশুনানীতে প্রমাণিত।
- আরইবি'সহ সকল বিতরণ কোম্পানির জন্য ইউনিফাইড বেতন স্কেল ও সুযোগ-সুবিধা থাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ খাত প্রতিযোগিতাহীন। ফলে বিতরণ ব্যয়বৃদ্ধি অযৌক্তিক।
- বিদ্যুতের মূল্যহার যেসব ব্যয়হারের সমষ্টি সেসব ব্যয়হারের মধ্যে জনবল ব্যয়হার বৃদ্ধি অন্যতম। স্বীয় বিবেচনায় ইউনিফাইড স্কেলে আরইবিসহ সব কোম্পানি বেতন-ভাতাদিসহ প্রফিট বোনাস নেয়। সেই স্কেল ইউনিফাইড ওয়েতে পরিবর্তন করে বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি করায় জনবল ব্যয়হার বৃদ্ধি পায়। ফলে বিতরণ ব্যয়হার বৃদ্ধি হয়। এ-বৃদ্ধি মূল্যহারে সমন্বয় করে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিতে পক্ষগণ গণশুনানীতে আপত্তি দিয়েছেন।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরইবির জনবল ব্যয়হার ছিল ৯০ পয়সা। ২০১৪-১৫ সালের তুলনায় ৫৫% বেশি। কোনভাবেই এ ব্যয়হার ৫০ পয়সার বেশি হওয়া যৌক্তিক নয়।

চলমান.....

- ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আরইবি'র অবচয় ব্যয়হার যথাক্রমে ৫৪ ও ৬১ পয়সা। প্রবৃদ্ধি ১৩%। যৌক্তিক হলে এ ব্যয়হার ৩২ পয়সার বেশি হতো না।
- পিবিএস-এর বেতন কাঠামো কোম্পানির সাথে সমতাভিত্তিক ইউনিফাইড হওয়া যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত নয়।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আরইবি'র বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রায় ৪৫.৭৪%। প্রবৃদ্ধি ১৩.৮%।
- ডেসকো ও ডিপিডিসি মিলে বিদ্যুৎ ব্যবহার ২৪.৫৪%। প্রবৃদ্ধি ৫.২৭%।
- পিডিবির বিদ্যুৎ ব্যবহার ১৮.২৯%। প্রবৃদ্ধি ১৪.৯৭%।
- ওজোপাডিকো ও নেসকো মিলে বিদ্যুৎ ব্যবহার ১১.৪৩%। প্রবৃদ্ধি ৬.৭৪%।
- ৩৩ কেভি লেভেলে বিদ্যুৎক্রয় মূল্যহার পিডিবি'র ৫.১১ টাকা, ডেসকো ও ডিপিডিসি'র ৫.৮৫ টাকা, ওজোপাডিকো'র ৪.৬৪ টাকা, আরইবি'র ৪.২৩ টাকা, ঘাটতি মোকাবেলায় নেসকো চায় আরইবি'র মূল্যহার।

চলমান.....

- ১৩২ কেভি লেভেলে মূল্যহারে ইউটিলিটিভেদে অনুরূপ তারতম্য রয়েছে। আরইবি. ওজোপাডিকো ও নেসকো মূল্যহার রেয়াত সুবিধা পায়।
- আরইবি, নেসকো ও ওজোপাডিকো'র নিকট পিডিবি ৬০% বিদ্যুৎ লসে, ডিপিডিসি ও ডেসকো'র নিকট ২৫% বিদ্যুৎ লাভে বিক্রি করে।
- লাভজনক অপেক্ষা লোকসানজনক বিদ্যুৎ বিক্রির পরিমাণ দ্রুত বাড়ছে। লাভজনক বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রবৃদ্ধির তুলনায় লোকসানজনক বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রবৃদ্ধি বাড়ায় মূল্যহার ঘাটতি ৬ পয়সা (৩৩৩ কোটি টাকা)। এ ঘাটতি মূল্যহারে সমন্বয়ে ক্যাবের আপত্তি আছে।
- ভোল্টেজ লেভেল যত বেশি হবে সে লেভেল ভোল্টেজে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্যহার তত বেশি হবে। এই নীতিতে মূল্যহার নির্ধারণ না হওয়া অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য।

চলমান.....

- নেসকো গঠনের পরপরই পিডিবি'র জনবল লিয়েনে নিয়োগ দেখিয়ে ১৩৪% জনবল ব্যয়বৃদ্ধি করা হয়। এ বৃদ্ধিতে ক্যাবের আপত্তি রয়েছে।
- পিডিবি ভেঙ্গে নেসকো করায় নেসকো'র বিতরণ ব্যয়হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৩ পয়সা। পাইকারি বিদ্যুতে ঘাটতিহার ৭৯ পয়সা। অর্থাৎ ঘাটতিহার ১৩২ পয়সা।
- বিতরণ ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে অযৌক্তিক জনবল ব্যয়বৃদ্ধি হয়েছে বিশেষ করে আরইবি, নেসকো, ডিপিডিসি'তে এবং অবচয় ব্যয়বৃদ্ধি হয়েছে আরইবি'তে। সর্বসাকুল্যে এই অযৌক্তিক ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ ১৮০৩.৭৮ কোটি টাকা। তাতে বিদ্যুৎ বিতরণে সর্বমোট রাজস্ব ঘাটতি হয় ১৬৩৬.২৩ কোটি টাকা। (ছক-২)

ক্যাব প্রদত্ত সুপারিশমালা (পাইকারি বিদ্যুৎ)

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পাইকারি বিদ্যুতে নীট রাজস্ব ঘাটতিহার ২৬.৫০ পয়সা। অর্থাৎ ঘাটতি ১৪৭৩ কোটি টাকা।
- সেচ ও প্রান্তিক আবাসিক গ্রাহকদের স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ প্রদানের সরকারি নীতি বাস্তবায়নে বিতরণ ইউটিলিটির লস ৩০৪৬ কোটি টাকা। এ লস সমন্বয় হবে সরকারি অনুদানে, বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি দ্বারা নয়। এ অর্থে বিদ্যমান রাজস্ব ঘাটতি ১৪৭৩ কোটি টাকা সমন্বয়ের পর রাজস্ব উদ্বৃত্ত হয় ১৫৭৩ কোটি টাকা। এ অর্থ মূল্যহারে সমন্বয় হলে বিদ্যুতের মূল্যহার ২৮ পয়সা কমানো যায়।
- বিদ্যুৎ বিলের সাথে ভোক্তারা ৫.১৭% হারে বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলে যে অর্থ অনুদান হিসেবে দিয়ে আসছে, তা অব্যাহত থাকবে। এই অর্থ বিনিয়োগে পিডিবি'র মাধ্যমে নূন্যতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে।
- সেচ ও প্রান্তিক গ্রাহকদের ব্যবহৃত বিদ্যুতে লস সমন্বয়ে প্রস্তাবিত সরকারি অনুদানে 'প্রান্তিক বিদ্যুৎ গ্রাহক সুরক্ষা তহবিল' গঠনের প্রস্তাব সরকার অনুমোদন করতে পারে।

চলমান.....

- বিতরণে সিস্টেমলস নিরূপনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্যে ১৩২ থেকে উচ্চতর কেভি লেভেল গ্রাহকদের একক বিদ্যুৎ ক্রেতা পিডিবি'র অধীনে রাখা যেতে পারে।
- বিদ্যুৎ উন্নয়ন তহবিলের অর্থে পিডিবি'র মালিকানায় স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত হতে হবে।
- এনএলডিসি'র বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য পক্ষগণ প্রতিনিধি নিয়ে স্বার্থ-সংঘাত মুক্ত একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি বিইআরসি গঠন করতে পারে।
- স্বল্পতম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৌশল গ্রহণের ব্যাপারে কমিশনের নির্দেশনা প্রতিপালিত হয়নি। ফলে উৎপাদনক্ষমতা ব্যবহার অসমতার শিকার, স্বল্পতম ব্যয়ে কম ও অধিকতম ব্যয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় এবং ভাড়া ও দ্রুতভাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনে ক্যাপাসিটি পেমেন্ট যৌক্তিক না হওয়ায় নন-ফুয়েল ব্যয়হার অত্যধিক- এসব কারণে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে সে পরিমাণ ব্যয়বৃদ্ধির অর্থ বিদ্যুতের মূল্যহারে সমন্বয় না করার আদেশ কমিশন দিতে পারে।

চলমান.....

- তরল জ্বালানীর বিদ্যমান মূল্যহার আইনী বৈধতাহীন। সে মূল্যহারের ভিত্তিতে বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ কমিশন আইনের পরিপন্থী। সে মূল্যহারে দরপতন সমন্বয় না হওয়ায় যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়, সে পরিমাণ ব্যয়বৃদ্ধি বিদ্যুতের মূল্যহারে সমন্বয় না করে কমিশন বিদ্যুতের মূল্যহার পুনঃনির্ধারণের আদেশ দিতে পারে।
- সর্বাগ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন উদ্যোক্তাদের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করা আবশ্যক। সেজন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ রোহিত করা দরকার।
- যেহেতু গণশুনানীতে ক্যাব কর্তৃক উপস্থাপিত বিদ্যুতের দাম কমানোর প্রস্তাবে প্রতীয়মান হয় উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে বিদ্যুতের মূল্যহার কমানো সম্ভব সেহেতু সে প্রস্তাব পিডিবি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পক্ষগণ প্রতিনিধিসহ কমিশন একটি কমিটি গঠন করতে পারে।

ক্যাব প্রদত্ত সুপারিশমালা (খুচরা বিদ্যুৎ)

- বিতরণ কোম্পানিসমূহের জন্য লাভ-লস ও পারফর্মেন্সভিত্তিক চাকরি কাঠামো এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতাভিত্তিক বেতন কাঠামো প্রণয়নের জন্য সরকারের পে-কমিশনের আদলে বিইআরসি একটি কমিশন গঠন করতে পারে।
- পিবিএস'এর সার্বিক দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন এবং জনবল ব্যয়হার যৌক্তিক করার লক্ষ্যে পিবিএস'এ চাকরি কোম্পানি স্কেলে নয়, আরইবি'র স্কেলে পরিবর্তন করে ইউনিফাইড চাকরি ও বেতন কাঠামো করার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করতে পারে।
- গণশুনানীতে আরইবি'র জনবল ও অবচয় ব্যয়হার অত্যাধিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। এ-সব ব্যয়হার যৌক্তিক হতে হবে।
- আরইবি'র বিদ্যুৎ বিতরণক্ষমতা স্বল্প ব্যবহার হয় বিধায় এই ব্যয়হার অত্যাধিক হয়। সুতরাং সোলার বিদ্যুৎ প্রকল্পের অনুরূপ আরইবি'র বিদ্যুৎ বিতরণ কাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বিনিয়োগে কমপক্ষে ২৫% সরকারি অনুদান থাকা সমীচিন।

চলমান.....

- আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিবেচনায় আরইবি'র বিতরণ ব্যয়হার বৃদ্ধি যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও সরকারের পলিসিগত বিবেচনায় তা যৌক্তিক হতে পারে। সেই বিবেচনায় আরইবি'র আর্থিক ঘাটতি সমন্বয়ের জন্য বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির পরিবর্তে আরইবি'র বিতরণ ব্যয়ের ৩০% সরকারি অনুদানে সমন্বয় হতে পারে।
- বেশি ভোল্টেজ লেভেলের গ্রাহক বেশি মূল্যহারে, কম ভোল্টেজ লেভেলের গ্রাহক কম মূল্যহারে বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে। এই নীতিতে বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ করা যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত।
- বিদ্যুৎ খাত প্রশাসন সিবিএ প্রভাবে বিপর্যস্ত। গণশুনানীতে উপস্থাপিত প্রতিবেদনে তা প্রকাশ পায়। প্রতিবেদনটি আমলে নিয়ে ওজোপাডিকো ও নেসকো'র অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য পক্ষগণ প্রতিনিধি নিয়ে কমিশন একটি স্বার্থ-সংঘাতমুক্ত কমিটি গঠন করতে পারে।
- পিডিবি'র জনবলকে স্ব-বেতনে প্রেষনে নিয়োগ দিয়ে দুই বছর পরীক্ষামূলকভাবে নেসকো'কে চালানোর আদেশ দিতে পারে কমিশন।

চলমান.....

- পিডিবি ব্যতীত আরইবি'সহ অন্যান্য কোম্পানি স্কেল পরিবর্তন করে আইনী কর্তৃত্ব বহির্ভূতভাবে বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধির মাধ্যমে জনবল ব্যয়বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে আরইবি'র অবচয় ব্যয়বৃদ্ধিও অত্যাধিক। এতদপ্রেক্ষিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যয়বৃদ্ধি ১৮০৩.৭৮ কোটি টাকা।রাজস্ব ঘাটতি ১৬৩৬.২৩ কোটি টাকা। এ ঘাটতি সমন্বয়ে মূল্যহার বৃদ্ধি যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত নয় বিধায় গণশুনানীতে পক্ষগণ মূল্যহার বৃদ্ধি করে উক্ত ঘাটতি সমন্বয়ে আপত্তি দিয়েছে। সুতরাং উক্ত ব্যয়বৃদ্ধি সমন্বয় করে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশ হওয়া সমীচিন নয়।
- সর্বাগ্রে বিদ্যুৎ বিতরণ ইউটিলিটির মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা বজায় থাকা জরুরি। সেজন্য বেতন স্কেল ও বেতন-ভাতাদি ইউনিফাইড নয় পারফর্মেন্সভিত্তিক হওয়া আবশ্যক।

শেষ কথা

- ✓ গণশুনানীতে যেহেতু পিডিবি'র পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবের পরিবর্তে ক্যাবের সে মূল্যহার কমানোর প্রস্তাব যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, পিডিবি ব্যতীত অন্যসব ইউটিলিটি বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যয়বৃদ্ধি সমন্বয় করে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে গৃহীত হয়নি, সেহেতু পাইকারি ও খুচরা উভয় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিতে ক্যাবের আপত্তি রয়েছে। অতএব বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি না করা আদেশের জন্য ক্যাবের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়েছে।
- ✓ ক্যাবের বিদ্যুতের দাম কমানোর প্রস্তাব গ্রহণ করে তা পিডিবি'র মাধ্যমে বাস্তাবায়নের আদেশের জন্য ক্যাব সুপারিশ করেছে।
- ✓ উল্লিখিত সুপারিশে ভোক্তারা সরকারের সমর্থন চায়।

ছক-১(ক) ঃ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যয়হার বিশ্লেষণ

ইউটিলিটি	বিদ্যুৎ (মি.ইউনিট)		সরবরাহ প্রবৃদ্ধি (%)	সিস্টেমলস ২০১৫-১৬ (%)	বিতরণ ব্যয়হার (৳/ইউনিট) ২০১৬-১৭			ঘাটতিহার ২০১৭-১৮	২০১৪-১৫ সাপেক্ষে জনবল ব্যয়হার ২০১৬-১৭	
	সরবরাহ ২০১৫-১৬	সরবরাহ ২০১৬-১৭			জনবল	অবচয়	নীট ব্যয়হার		বৃদ্ধি (৳/ইউনিট)	প্রবৃদ্ধি (%)
পিডিবি	৭৯৯৬.৫৩	৯১৯৩.৮৪	১৪.৯৭	১০.৪৬	০.৪০	০.৩৬	০.৯২	০.০০	০.০৮	২৫
আরইবি	২০২০১.০	২২৯৮৯.০০	১৩.৮০	১২.৪৮	০.৯০	০.৫৪	১.৬০	০.৪৪	০.৩২	৫৫
ডেসকো	৪৪১০.০০	৪৬১৯.০০	৪.৭৪	৮.০৩	০.৩৯	০.১৬	০.৫৮	০.০৮	০.০৮	২৫
ডিপিডিসি	৭৩০৮.০০	৭৭১৬.০০	৫.৫৮	৯.১৮	০.৫১	০.১৩	০.৬৮	০.১৬	০.১৭	৫০
ওজোপাডিকো	২৫৫৯.৯৯	২৭২৫.৯২	৬.৪৮	১০.৩০	০.৭০	০.১৫	১.১৫	০.১১	০.১৩	২২
নেসকো	২৮২৩.৬২	৩০২০.৮৬	৬.৯৯	১২.৫৩	০.৭৫	০.১৩	১.০৮	০.৮৮	০.৪৩	১৩৪
মোট	৪৫২৯৯.১৪	৫০২৬৪.৬২	১০.৯৬	-	-	-	-	-	-	-

ছক-১(খ) ঃ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যয়হার বিশ্লেষণ

ইউটিলিটি	বিদ্যুৎ (মি.ইউনিট)		সরবরাহ প্রবৃদ্ধি (%)	সিস্টেমলস ২০১৭-১৮ (%)	বিতরণ ব্যয়হার (৳/ইউনিট) ২০১৭-১৮			ঘাটতিহার ২০১৭-১৮	২০১৬-১৭ সাপেক্ষে জনবল ব্যয়হার ২০১৭-১৮	
	সরবরাহ ২০১৬-১৭	সরবরাহ ২০১৭-১৮			জনবল	অবচয়	নীট ব্যয়হার		বৃদ্ধি (৳/ইউনিট)	প্রবৃদ্ধি (%)
পিডিবি	৯১৯৩.৮৪	১০২৩৮.৬৩	১১.৩৬	৯.০০	০.৪০	০.২৮	০.৮৪	০.০০	০.০০	০.০
আরইবি	২২৯৮৯.০০	২৬০২৩.০০	১৩.২০	১১.০০	০.৮৫	০.৬১	১.৬১	০.৪৪	-০.০৫	-৫.৬
ডেসকো	৪৬১৯.০০	৪৯৩৪.০০	৬.৮২	৭.১৫	০.৩৮	০.১৭	০.৬৬	০.০৮	-০.০১	-২.৬
ডিপিডিসি	৭৭১৬.০০	৮১২৬.০০	৫.৩১	৮.১৫	০.৫১	০.১৩	০.৭৩	০.১৬	০.০০	০.০
ওজোপাডিকো	২৭২৫.৯২	২৯৬৪.২৬	৮.৭৪	৯.২৫	০.৬৭	০.১৫	১.১৫	০.১১	-০.০৩	-৪.৩
নেসকো	৩০২০.৮৬	৩২৮৫.৪২	৮.৭৬	১০.৭৫	০.৭০	০.১২	০.৯৯	০.৮৮	-০.০৫	-৬.৭
মোট	৫০২৬৪.৬২	৫৫৫৭১.৩১	১০.৫৬	-	-	-	-	-	-	-

ছক-২ ঃ অযৌক্তিক বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যয়বৃদ্ধি বিবরণ

ইউটিলিটি	রাজস্ব চাহিদার ঘাটতি (৳ কোটি)	জনবল ব্যয় বৃদ্ধি (৳ কোটি)	অবচয় ব্যয় বৃদ্ধি (৳ কোটি)	মোট ব্যয়বৃদ্ধি (৳ কোটি)
আরইবি	১১৪৫.০১	৭৩৫.৬৫	৭৩৪.৬৭	১৪৭০.৩২
ডেসকো	৩৯.৪৭	৩৬.৯৫	-	৩৬.৯৫
ডিপিডিসি	১৩০.০২	১৩১.১৭	-	১৩১.১৭
ওজোপাডিকো	৩২.৬১	৩৫.৪৪	-	৩৫.৪৪
নেসকো	২৮৯.১২	১২৯.৯০	-	১২৯.৯০
মোট	১৬৩৬.২৩	১০৬৯.১১	৭৩৪.৬৭	১৮০৩.৭৮

ধন্যবাদ